প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ১ ...

স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র নিয়ে ৪৪ কোটি টাকার বাণিজ্য

হারুন আল রশীদ ●

একটি প্রকাশনা সংস্থা স্বাধীনতাযুদ্ধের ১৫ খণ্ডের দলিলপত্র প্রকাশের নামে রমরমা বাণিজ্য করছে। সরকারের প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তিকে হাতে নিয়ে এবং আইনের মারপ্যাঁচে ওই সংস্থাটি বারবার দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি দামে এসব দলিল কিনতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বাধ্য করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৫ খণ্ডের এসব দলিল স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিনা মূল্যে দিতে চাইলেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এগুলো নিতে চাইছে না। কিন্তু হাক্কানী পাবলিশার্স নামে ওই প্রকাশনা সংস্থাটি দেশের প্রায় অর্ধেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটা সরবরাহ করেছে, এ সরকারের মেয়াদে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব দলিল সরবরাহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তথ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা হিসাব কষে বলছেন, বর্তমান সরকারের প্রথম দিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতাযুদ্ধের ১৫ খণ্ড দলিলপত্র সরবরাহ-প্রক্রিয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২২ কোটি টাকা। সরকারের শেষ ভাগে এসে আরও ২২ কোটি টাকা ক্ষতির প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

প্রকাশনা সংস্থাটি এর আগে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের মেয়াদে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের দলিলপত্র সরবরাহ করতে গিয়ে আটকে যায়। এই দলিলপত্র ছাপা, মালিকানা এবং ক্রয় প্রসঙ্গে জোট আমলে তথ্য, শিক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে হাক্কানী মূল্য ফেরত পায়।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে সংস্থাটি ২৪ হাজার ৬৬৬ সেট দলিলপত্র ছেপে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করেছে। এখন আরও ২৫ হাজার সেট ছাপতে চাচ্ছে। রাজি না হওয়ায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আইনি লড়াই শুরু করেছে হাক্কানী।

তথ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, হাক্কানী সরকারের কাছে প্রতি সেট বিক্রি করছে ১৫ হাজার টাকা। একই সেট বাংলা একাডেমী ছয় হাজার ৩৮ টাকা দরে বিক্রির শর্তে ছাপতে রাজি। কিন্তু হাক্কানীর বিরোধিতা ও সরকারের প্রভাবশালীদের চাপে তথ্য মন্ত্রণালয় বাংলা একাডেমীকে কাজ দিতে পারছে না।

জোট সরকারের সময়ে ঠিক একই ধরনের তৎপরতা চালিয়েছিল হাক্কানী। তখন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প আড়াই হাজার টাকায় ১৫ খণ্ডের দলিল সরবরাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু হাক্কানী তখন উন্নত কাগজ ও ভালো বাঁধাইয়ের কথা বলে প্রতি সেট ১৫ হাজার টাকায় কিনতে বাধ্য করে। সমালোচনার মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই দলিলপত্র নিতে অস্বীকৃতি জানালে হাক্কানী আইনের আশ্রয় নেয়। এর পর থেকে প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তিকে হাতে রেখে এবং আইনের আশ্রয় নিয়ে দফায় দফায় এসব সেট সরকারকে কিনতে বাধ্য করছে প্রকাশনা সংস্থাটি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের প্রচ্ছদ

সর্বশেষ গত ২৫ এপ্রিল হাইকোর্ট হাক্কানীকে কার্যাদেশ দেওয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তথ্য মন্ত্রণালয় রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

৪৪ কোটি টাকার বাণিজ্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

সূত্র জানায়, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুনকে বদলি করা হয়েছে। এর পেছনে সরকারের প্রভাবশালীদের ভূমিকা রয়েছে।

জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি বলেন, 'আদালত এই নির্দেশনা একতরফাভাবে দিয়েছেন। মন্ত্রণালয়কে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি।'

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক আরও বলেন, এর আগে হাক্কানী অন্যায়ভাবে বিনা দরপত্রে ২৪ হাজার সেট দলিলপত্র ছেপে তা দ্বিগুণেরও বেশি দামে বিক্রি করেছে। মন্ত্রণালয় মনে করে, এসব দলিল বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে কম দামে ছাপানো উচিত।

১৫ খণ্ডের 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র' ১৯৮২ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশ করে। ২০০৩ সালে হাক্কানী তিন হাজার সেট দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণের অনুমতি পায়। প্রতি সেটের দাম ধরা হয় ১৫ হাজার টাকা। শর্তে চুক্তি নবায়নের বিষয়টিও উল্লেখ ছিল না।

এরপর হাক্কানী চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ২০০৭ সালের ৩১ অক্টোবর একই দরে আরও পাঁচ হাজার সেট ছাপার কার্যাদেশ আদায় করে, যা ছাপা হয় ২০০৯ সালে।

২০০৯ সালেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য মন্ত্রণালয় পাঁচ হাজার সেট দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেয়। তথ্য মন্ত্রণালয় উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু হাক্কানী রিট আবেদন করলে দরপত্র আহ্বান স্থগিত হয়।

একই বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রের ১৬ হাজার ৬৬৬টি সেটের চাহিদা জানানো হয়। মামলা থাকায় দলিলপত্র ছাপানো সম্ভব হচ্ছিল না। তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাপে তথ্য মন্ত্রণালয় হাক্কানীর কিছু শর্ত মেনে নেয়।

বিনিময়ে হাক্কানী রিট আবেদন তুলে নেয়। এরপর বিনা দরপত্রে ১৬ হাজার ৬৬৬টি সেট দলিলপত্র ছাপে সংস্থাটি।

এদিকে ২০০৯ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে বাংলা একাডেমী যে প্রাক্কলন তৈরি করে তাতে একে সেটের দাম ধরা হয় ছয় হাজার ৩৮ টাকা, যা হাক্কানীর চেয়ে আট হাজার ৯৬২ টাকা কম। কিন্তু বাংলা একাডেমীকে দায়িত্ব দেওয়ার আগেই গত বছরের ১৬ জানুয়ারি হাক্কানী ২০০৯ সালের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চিঠির বাস্তবায়ন দাবি করে হাইকোর্টে আরেকটি রিট মামলা করে। আদালত তিন মাসের স্থগিতাদেশ দেন।

এরপর ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয়, আদালতের নির্দেশনা না থাকলে সরকারের বিধিবিধান অনুসরণ করে এবং সরকারি স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দলিলপত্র প্রকাশ করা যেতে পারে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এই চিঠির পেছনেও হাক্কানী ও প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তির হাত রয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, হাক্কানী এখন পর্যন্ত তিন দফায় ২৪ হাজার সেট দলিল ছেপেছে। যার দাম ৩৬ কোটি টাকা। বাংলা একাডেমীর প্রস্তাব অনুযায়ী এর দাম ১৪ কোটি টাকা হওয়ার কথা। যে কারণে এতে সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ কোটি টাকা।

বর্তমানে হাক্কানী বিনা দরপত্রে আরও ২৫ হাজার দলিলপত্র মুদ্রণের কাজ পেতে চাপ সৃষ্টি করছে। কাজটি পেলে সরকারের ক্ষতি হবে আরও প্রায় ২২ কোটি টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কামাল আবদুল নাসের *প্রথম আলো*কে বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রের স্বত্বাধিকারী তথ্য মন্ত্রণালয়। সুতরাং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে দলিলপত্র কিনতে হলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মতি লাগবে।

জানতে চাইলে হাক্কানী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী গোলাম মোস্তফা *প্রথম আলো*কে বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে হাক্কানীর চুক্তি নবায়নের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও তারাই বারবার নিজেদের প্রয়োজনে চুক্তি নবায়ন করেছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অমান্য করে মন্ত্রণালয় অবৈধভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র ছাপার কাজ থেকে আমাদের বিরত রেখেছে। হাইকোর্ট সেই আলোকেই হাক্কানীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাদের বিরোধিতার কারণে এখন পর্যন্ত দেশের অর্ধেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলিলপত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।